ক্ষমতা ডিসকোর্স এবং জ্ঞান: মিশেল ফুঁকোর ভাবনা

ড. আ. ক. ম জামাল উদ্দীন [১]

Abstract: *This paper explores the thoughts of Michel Foucault on how power, discourse and knowledge are interacting in human society. In his view, the power of individuals, groups and institutions in society always uses the knowledge in the purpose of their own necessities that constructs the truths leading to build discourses and episteme of deaths in human life, In fact, the construction of truth, knowledge, discourse and episteme in society are always bonded and controlled by the weaving of power rested in the elements of social structure. Foucault's idea of power use to produce the knowledge in society where it establishes discourses and that builds the truths and accordingly change the episteme and chains the human life everywhere. In his view, power has many dimensions and is spreaded over everywhere in human life. It is continuously moving through many parts of social structure that influences and changes the daily life of the society. In this way, Foucault is able to make him different from other contemporary thinkers and his new thoughts in explaining the power discourse and knowledge is recognized as the notion of postmodernity where individual power is all in all to perform everything in society. His idea of power is the key element to resistence and change the society.*

১. ভূমিকা

আন্তনিও গ্রামসি (১৮৯১-১৯৩৭) বুদ্ধিজীবীদেরকে প্রথাগত (traditional) এবং সাংগঠনিক (organic) এই দু'ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথাগত হচ্ছেন তারা যারা নিজের চিন্তা প্রচার করলেও সমাজ প্রগতিকে এগিয়ে নেয়ার ভূমিকায় নিরুত্তাপ থাকেন এবং সাংগঠনিক হচ্ছেন তারা যারা সমাজ পরিবর্তনে অগ্রসরমান শ্রেণীকে জয়ী করতে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন। মিশেল ফুঁকো (১৯২৬-১৯৮৪) তাঁর তত্ত্বের মাধ্যমে ক্ষুদ্র একক ব্যক্তিকেই পরিবর্তনের নিয়ামক মনে করেছেন। মার্কসের মতো শ্রেণী আলোচনায় না গিয়ে এবং ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত হিসেবে চিন্তা করার বদলে দেখেছেন সর্বত্র বিরাজমান, একই সাথে ক্ষমতাশীলদের বিপক্ষে দেখেছেন প্রতিরোধ: "where there is power there is resistanse, and yet, or rather consequently, this resistance is never in a position of exteriority in relation to power...These points of resistance are present everywhere in power network. Hence there is no single focus of Great Refusal, no soul of revolt, source of all rebellions, or pure law of the revolutionary. Instead there is a plurality of resistance" (Foucault,

[১]অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ক্ষমতা ডিসকোর্স এবং জ্ঞান: মিশেল ফুঁকোর ভাবনা

ড. আ. ক. ম জামাল উদ্দীন [১]

Abstract: *This paper explores the thoughts of Michel Foucault on how power, discourse and knowledge are interacting in human society. In his view, the power of individuals, groups and institutions in society always uses the knowledge in the purpose of their own necessities that constructs the truths leading to build discourses and episteme of deaths in human life, In fact, the construction of truth, knowledge, discourse and episteme in society are always bonded and controlled by the weaving of power rested in the elements of social structure. Foucault's idea of power use to produce the knowledge in society where it establishes discourses and that builds the truths and accordingly change the episteme and chains the human life everywhere. In his view, power has many dimensions and is spreaded over everywhere in human life. It is continuously moving through many parts of social structure that influences and changes the daily life of the society. In this way, Foucault is able to make him different from other contemporary thinkers and his new thoughts in explaining the power discourse and knowledge is recognized as the notion of postmodernity where individual power is all in all to perform everything in society. His idea of power is the key element to resistence and change the society.*

১. ভূমিকা

আন্তনিও গ্রামসি (১৮৯১-১৯৩৭) বুদ্ধিজীবীদেরকে প্রথাগত (traditional) এবং সাংগঠনিক (organic) এই দু'ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথাগত হচ্ছেন তারা যারা নিজের চিন্তা প্রচার করলেও সমাজ প্রগতিকে এগিয়ে নেয়ার ভূমিকায় নিরুত্তাপ থাকেন এবং সাংগঠনিক হচ্ছেন তারা যারা সমাজ পরিবর্তনে অগ্রসরমান শ্রেণীকে জয়ী করতে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন। মিশেল ফুঁকো (১৯২৬-১৯৮৪) তাঁর তত্ত্বের মাধ্যমে ক্ষুদ্র একক ব্যক্তিকেই পরিবর্তনের নিয়ামক মনে করেছেন। মার্কসের মতো শ্রেণী আলোচনায় না গিয়ে এবং ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত হিসেবে চিন্তা করার বদলে দেখেছেন সর্বত্র বিরাজমান, একই সাথে ক্ষমতাশীলদের বিপক্ষে দেখেছেন প্রতিরোধ: "where there is power there is resistanse, and yet, or rather consequently, this resistance is never in a position of exteriority in relation to power...These points of resistance are present everywhere in power network. Hence there is no single focus of Great Refusal, no soul of revolt, source of all rebellions, or pure law of the revolutionary. Instead there is a plurality of resistance" (Foucault,

[১]অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

1980a: 95-6)। ব্যক্তি জীবনে তাত্ত্বিক ফুঁকো অনেক আন্দোলনে সরাসরি অংশগ্রহন করেছেন এবং পুলিশি নির্যাতনের শিকারও হয়েছিলেন কিন্তু যতো দূর জানা যায়, কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক কিংবা শ্রেণী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হননি। অনেক মার্কসবাদীদের মতে, সে কারনেই ফুঁকো সাংগঠনিক নন বরং তাকে প্রথাগত বুদ্দিজীবী হিসেবে গণ্য করা যায়। ফুঁকো ১৯৫০ সালে কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করলেও আবার ১৯৫৩ সালে এসে তা ছেড়েও দিয়েছেন। তাঁর কথায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তায় মার্কসবাদ বাঁচে যেন জলের মধ্যে আছে। অন্যত্র আনলেই খাবি খায় (হোসেন, ২০০৭)। তবে ফুঁকো রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন, সেশন পর্যন্ত গিয়েছেন এককথায় ক্ষমতার বিপরীতে দাড়িয়ে ক্ষমতাকে প্রদর্শন করেছেন। ফুঁকো তার তাত্ত্বিক আলোচনার মাধ্যমে ক্ষমতাকে বুঝতে চেয়েছেন আর তা করতে গিয়ে প্রশ্ন উথাপন করেছেন অনেক বেশী, কিন্তু উত্তর দিয়েছেন অনেক কম। ফুঁকো দেখিয়েছেন ক্ষমতা তার নিজস্ব প্রয়োজনে জ্ঞানকে ব্যবহার করে। সেখানে নির্মিত হয় সত্য, গড়ে ওঠে ডিসকোর্স, মৃত্যু এপিসটেমের। Foucault তার The Order of Things গ্রন্থে Episteme সম্পর্কে বলেন: "However, if in any given culture and at any given moment, there is always only one episteme that defines the conditions of possibility of all knowledge, whether expressed in a theory or silently invested in a practice. (Foucault, 1973:168)"

ফুঁকো তাঁর কাজের মাধ্যমে আমাদেরকে দেখিয়েছেন এমন এক মালাকে যার ফুলগুলো (জ্ঞান, সত্য, ডিসকোর্স, এপিসটেম) ক্ষমতা নামক সুঁতোয় আটকানো। ফুঁকোর 'ক্ষমতা' উৎপাদন করে জ্ঞানের, যেখানে প্রতিষ্ঠা পায় ডিসকোর্স, তৈরী হয় সত্য, পরিবর্তন হয় এপিসটেমের, আর শৃঙ্খলিত হয় মানব। মার্কস যেখানে বলছেন ক্ষমতার দ্বিপাক্ষিকতার কথা, সেখানে ফুঁকো বলেছেন ক্ষমতা বহুপাক্ষিক, ক্ষমতা ছড়িয়ে আছে সর্বত্র এবং তা সঞ্চারণশীল। আর এর মাধ্যমেই ফুঁকো তাঁর সময়ের চিন্তার প্রভাব থেকে নিজেকে বাহিরে নিয়ে যান, তৈরী হয় নতুন এক ধারার যার নাম উত্তরাধুনিকতা যেখানে ব্যক্তিই সর্বেসর্বা, ক্ষমতার ধারক, সেই সংগে প্রতিরোধ। ফুঁকো তাঁর আলোচনাকে বিস্তৃত করেছেন জনস্বাস্থ্য থেকে পাগলামি, জ্ঞান থেকে যৌনতা, নিয়ম থেকে শাস্তি প্রভৃতির মতো ব্যাপক পরিসরে আর তা করতে গিয়ে জন্ম দিয়েছেন 'আর্কেওলজি অব নলেজ, ডিসিপ্লিন এন্ড পানিস, দ্য বার্থ অব দ্য প্রিজন, দ্য অর্ডার অব থিংস, অ্যান আর্কেওলজি অব হিউম্যান সায়েন্স এর মত দুনিয়া কাঁপানো প্রকাশনা। আন্তনিও গ্রামসির আলোচনা যেমন 'hegemony' ছাড়া হয় না, মার্কসের আলোচনা যেমন 'class' ছাড়া হয় না, সাঁর্ত্রের আলোচনা যেমন 'existentionalism' ছাড়া হয় না, তেমনি ফুঁকোর আলোচনা 'power' ছাড়া হয় না। আর 'power' এর আলোচনা 'knowledge' এবং 'Discourse' ছাড়া পূর্ণাঙ্গ হয় না

২. ফুঁকোর জীবনাচরণ

উক্ত চিন্তার বিপরীতে চিন্তা করেছেন, সত্যের বিপরীতে দাড়িয়ে সত্যকে খুজেছেন, ভিন্ন আঙ্গিক থেকে বিচার করেছেন জ্ঞানকে। জন্ম ফ্রান্সের ছেট শহর পোয়াতিতে, ১৯২৬

৩. ক্ষমতা সম্পর্কে ফুঁকোর ভাবনা

ফুঁকো তাঁর ক্ষমতা সম্পর্কিত আলোচনায় অনেক বেশী প্রভাবিত হয়েছেন নীটশের দ্বারা। মার্কস যেখানে গুরুত্ব দিয়েছেন অর্থনীতিকে, সেখানে ফুঁকো গুরুত্ব দিলেন প্রতিষ্ঠানকে। ফুঁকো দেখালেন ক্ষমতা কিভাবে উৎপাদিত হয় এবং সঞ্চালিত হয়। ফুঁকোর আগ্রহ ছিল ক্ষমতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্ত্বা কেন্দ্রিক (micro politics of power)। ফুঁকো বললেন: "ক্ষমতা কোনো এক জায়গায় থাকে না, শিরা উপশিরা ধরে বহমান রক্তপ্রবাহের মতো সমাজ দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে যায় "(খান, ২০০৫:২৯)। অর্থাৎ ক্ষমতার বিচরণ সর্বত্র, মার্কসের মতো ফুঁকো ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করেননি বা রাষ্ট্রের হাতে অর্পণ করেননি। ফুঁকো ক্ষমতাকে ভেঙ্গেছেন এবং ঠিক এমনভাবে দেখিয়েছেন, যেমনভাবে মানুষের শিরা উপশিরায় রক্ত প্রবাহিত হয়। এর মাধ্যমে ফুঁকো এতদিন ধরে চলে আসা গ্রান্ড নেরেটিভকে প্রত্যাখান করেছেন। মার্কস গুরুত্ব দিলেন ঐক্যকে আর ফুঁকো আবিষ্কার করলেন পার্থক্য। ফুঁকো ক্ষমতার একপাক্ষিকতা বা দ্বিপাক্ষিকতা নয়, তিনি বলেন বহুপাক্ষিকতার কথা, অনুসন্ধান করেছেন পার্থক্য, বলেছেন ক্ষমতা সর্বময়। এর মধ্য দিয়ে এটা পরিস্কার যে, তিনি তাঁর তত্ত্বের মধ্য দিয়ে মার্কসের মতো বিপ্লবের পথে হাটছেন না, বরং সংঘবদ্ধ ও প্রতিরোধের তত্ত্বকে অকেজো প্রমান করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এ কারণে গোঁড়া মার্কসবাদীদের সমালোচনার মুখে পড়েছেন প্রচুর, তিনি বুর্জোয়াদের রক্ষা করতে চান এই অভিযোগও উঠে এসেছে তাঁর বিরুদ্ধে। "ক্ষমতা যেহেতু খন্ডে খন্ডে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, তার বিরুদ্ধে দাড়াবার জায়গাটা কোন নির্দিষ্ট থাকবে না, থাকবে সর্বত্র। ব্যক্তিকেই লড়তে হবে শেষ পর্যন্ত। এই মতবাদ উত্তর আধুনিকতা বলে পরিচিত এবং এককালে এনজিও ব্যবসার যে বিপুল উত্থান তা এর দ্বারা বেশ ভালোভাবেই সমর্থিত। (বেনজীম খান, ২০০৫: ২৯)। ফুঁকোর কর্মের অনেক বেশী অংশ জুড়ে রয়েছে সমাজকাঠামো, প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির মধ্যে বিরাজমান আন্তঃসম্পর্ক ও তার রূপ। তিনি ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার সম্পর্ককে বলছেন ক্ষমতার সম্পর্ক। ফুঁকো তাঁর The History of Sexuality (1978), Power and Knowledge (1980), The Birth of the Clinic, Discipline and Punish (1997) সহ বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা করেছেন কিভাবে সমাজের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সমাজের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং একই সাথে তার বিপরীতে প্রতিরোধ সক্রিয় থাকে। ফুঁকোর মনোভাব ক্ষমতা এমন কিছুই নয় যা শুধুমাত্র জনগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তার সাথে নিপীড়ণ এবং চাপ প্রয়োগও যুক্ত থাকে। ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের নিত্য যোগাযোগের মধ্যে রয়েছে ক্ষমতার চালিকাশক্তি। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ক্ষমতা ক্রিয়াশীল ভূমিকা পালন করেন। ফুঁকো এতদিন ক্ষমতাকে যে শুধুমাত্র নেতিবাচক অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেই প্রথা ভাঙলেন এবং বললেন যে, দমন-পীড়ন এর মধ্যে দিয়ে হলেও ক্ষমতা নতুন কিছু তৈরী করে অর্থাৎ ক্ষমতার দমন এবং নিপীড়নের যে নেতিবাচক চরিত্র তা ফলদায়ক। ফুঁকো ক্ষমতার এই

৩. ক্ষমতা সম্পর্কে ফুঁকোর ভাবনা

ফুঁকো তাঁর ক্ষমতা সম্পর্কিত আলোচনায় অনেক বেশী প্রভাবিত হয়েছেন নীটশের দ্বারা। মার্কস যেখানে গুরুত্ব দিয়েছেন অর্থনীতিকে, সেখানে ফুঁকো গুরুত্ব দিলেন প্রতিষ্ঠানকে। ফুঁকো দেখালেন ক্ষমতা কিভাবে উৎপাদিত হয় এবং সঞ্চালিত হয়। ফুঁকোর আগ্রহ ছিল ক্ষমতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্ত্বা কেন্দ্রিক (micro politics of power)। ফুঁকো বললেন: "ক্ষমতা কোনো এক জায়গায় থাকে না, শিরা উপশিরা ধরে বহমান রক্তপ্রবাহের মতো সমাজ দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে যায় "(খান, ২০০৫:২৯)। অর্থাৎ ক্ষমতার বিচরণ সর্বত্র, মার্কসের মতো ফুঁকো ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করেননি বা রাষ্ট্রের হাতে অর্পণ করেননি। ফুঁকো ক্ষমতাকে ভেঙ্গেছেন এবং ঠিক এমনভাবে দেখিয়েছেন, যেমনভাবে মানুষের শিরা উপশিরায় রক্ত প্রবাহিত হয়। এর মাধ্যমে ফুঁকো এতদিন ধরে চলে আসা গ্রান্ড নেরেটিভকে প্রত্যাখান করেছেন। মার্কস গুরুত্ব দিলেন ঐক্যকে আর ফুঁকো আবিষ্কার করলেন পার্থক্য। ফুঁকো ক্ষমতার একপাক্ষিকতা বা দ্বিপাক্ষিকতা নয়, তিনি বলেন বহুপাক্ষিকতার কথা, অনুসন্ধান করেছেন পার্থক্য, বলেছেন ক্ষমতা সর্বময়। এর মধ্য দিয়ে এটা পরিস্কার যে, তিনি তাঁর তত্ত্বের মধ্য দিয়ে মার্কসের মতো বিপ্লবের পথে হাটছেন না, বরং সংঘবদ্ধ ও প্রতিরোধের তত্ত্বকে অকেজো প্রমান করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এ কারণে গোঁড়া মার্কসবাদীদের সমালোচনার মুখে পড়েছেন প্রচুর, তিনি বুর্জোয়াদের রক্ষা করতে চান এই অভিযোগও উঠে এসেছে তাঁর বিরুদ্ধে। "ক্ষমতা যেহেতু খন্ডে খন্ডে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, তার বিরুদ্ধে দাড়াবার জায়গাটা কোন নির্দিষ্ট থাকবে না, থাকবে সর্বত্র। ব্যক্তিকেই লড়তে হবে শেষ পর্যন্ত। এই মতবাদ উত্তর আধুনিকতা বলে পরিচিত এবং এককালে এনজিও ব্যবসার যে বিপুল উত্থান তা এর দ্বারা বেশ ভালোভাবেই সমর্থিত। (বেনজীম খান, ২০০৫: ২৯)। ফুঁকোর কর্মের অনেক বেশী অংশ জুড়ে রয়েছে সমাজকাঠামো, প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির মধ্যে বিরাজমান আন্ত:সম্পর্ক ও তার রূপ। তিনি ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার সম্পর্ককে বলছেন ক্ষমতার সম্পর্ক। ফুঁকো তাঁর The History of Sexuality (1978), Power and Knowledge (1980), The Birth of the Clinic, Discipline and Punish (1997) সহ বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা করেছেন কিভাবে সমাজের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সমাজের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং একই সাথে তার বিপরীতে প্রতিরোধ সক্রিয় থাকে। ফুঁকোর মনোভাব ক্ষমতা এমন কিছুই নয় যা শুধুমাত্র জনগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তার সাথে নিপীড়ণ এবং চাপ প্রয়োগও যুক্ত থাকে। ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের নিত্য যোগাযোগের মধ্যে রয়েছে ক্ষমতার চালিকাশক্তি। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ক্ষমতা ক্রিয়াশীল ভূমিকা পালন করেন। ফুঁকো এতদিন ক্ষমতাকে যে শুধুমাত্র নেতিবাচক অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেই প্রথা ভাঙলেন এবং বললেন যে, দমন-পীড়ন এর মধ্যে দিয়ে হলেও ক্ষমতা নতুন কিছু তৈরী করে অর্থাৎ ক্ষমতার দমন এবং নিপীড়নের যে নেতিবাচক চরিত্র তা ফলদায়ক। ফুঁকো ক্ষমতার এই

রূপের কথা বললেন তাঁর The History of Sexuality, vol.1 (১৯৯৮) গ্রন্থে। ফুঁকো বলেন, "giving rise to new forms of behavior rather than simple closing down or censoring certain forms of behavior" (Mill, 2004: 33)

ফুঁকো ক্ষমতার প্রচলিত নেতিবাচক ব্যাখ্যায় বা আলোচনায় ঠিক ততটা উৎসাহী ছিলেন না যতটা উৎসাহী ছিলেন প্রতিরোধের প্রতি। ক্ষমতাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ক্ষমতার সংজ্ঞায়ন করেন এভাবে: "Power is something which is performed something more like a strategy than a possesion, Power should be seen as a verb rather than a noun, something that does something, rather than something, which is or which is can be held onto.' (The History of Sexuality, Vol. 1, 1998)। ফুঁকো আরও বলেন, "Power must be analysed as something which circulates, or as something which only functions in the form of a chain....power is employed and exercised through net like organization.... Individuals are the vehicles of power, not its point of application." (Foucault 1980: 98)। এর মাধ্যমে ফুঁকো ক্ষমতাকে বৈশিষ্ঠমন্ডিত করলেন 'চেইন বা নেট' হিসেবে যা একটি সম্পর্কের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে সমাজের অভ্যন্তরে বিস্তৃত হয়, যা শুধুমাত্র শাসক এবং শোষিতের সর্ম্পকের দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা যায় না। দ্বিতীয়ত, ফুঁকো বলেন, ব্যক্তিকে ক্ষমতার খেলায় সাধারণ গ্রহীতা হিসেবে বিবেচনা করা সঠিক নয়, বরং ব্যক্তি এমন এক স্থান যেখানে ক্ষমতা সংগঠিত হয় এবং বাঁধারও সম্মুখীন হয়। ক্ষমতাকে বিবেচনা করতে হবে এমন কিছু হিসেবে যা ধারাবাহিকভাবে সম্পাদিত হয় এবং বিদ্যমানভাবে অর্জিত থাকবে না। ফুঁকো যুক্তি দেখান, ক্ষমতা কতগুলো সর্ম্পকের এমন এক সমষ্টি যা, সমাজের কোনো স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান যেমন রাষ্ট্র বা সরকারে পুঞ্জীভুত থাকার চেয়ে সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে। ফুঁকো এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "I am not referring to power with a capital, dominating and imposing its rationality upon the totality of the social body. In fact, there are power relations. They are multiple; they have different forms, they can be in play in family relations or within an institution, or an administration" (Foucault 1988c: 38)। প্রথমদিকের মার্ক্সিস্ট তাত্ত্বিকদের মতো ফুঁকো ক্ষমতাকে নৈর্ব্যক্তিক প্রতিষ্ঠান যেমন: সেনাবাহিনী অথবা পুলিশে কেন্দ্রীভূত বিবেচনায় না নিয়ে ক্ষমতার স্থানিক রূপকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং বিবেচনায় নিয়েছেন ব্যক্তি ও অন্যান্য এজেন্সীর সাথে এর ঐকমত্যের প্রক্রিয়াকে। ক্ষমতা সর্ম্পকে ফুঁকোর দৃষ্টিভঙ্গি সরাসরি প্রথাগত মার্ক্সিস্ট এবং নারীবাদী ক্ষমতার মডেলের বিপরীতে, যা কিনা ক্ষমতাকে শুধুমাত্র শোষণ এবং দমনের রূপ হিসেবে বিবেচনা করে। আর ফুঁকো একে বলছেন 'Repressive hypothesis'। পাশাপাশি তিনি ক্ষমতাকে দেখছেন উৎপাদনশীল (productive) হিসেবে যা কিনা বিভিন্ন আচরণ এবং

ঘটনাসমুহের রূপ গঠন করে। স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ এবং ব্যক্তিকে বাধ্য করে। তিনি বলেন, "If power was never anything but repressive, if it never did anything but say no, do you really believe that we should manage to obey it?" (Foucault, 1978: 36)

উপরোক্ত প্রশ্ন উথাপনের মাধ্যমে ফুঁকো বলেন, নিশ্চয়ই এখানে দমন-পীড়নের ব্যতিক্রম এমন কিছু রয়েছে যা মানুষকে একমতে আনে। এ বিষয়ে ফুঁকো তার The History of Sexuality গ্রন্থে স্বমেহন (musterbation) সম্পর্কে নিরুৎসাহিতকরণ নিয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ফুঁকো সাবজেক্ট এবং ক্ষমতার সম্পর্ককেও আলোচনা করেছেন যাকে তিনি বলছেন "Anti-authority struggles". dzuকো বলেন, "Opposition of the power of men over women, of parents over children, of psychiatry over the mentally ill, of medicine over the population, of administration over the ways people live" (Foucault 1982:211). উপরিউক্ত সকল সংগ্রামকেই ফুঁকো স্থানীয় (local) বিবেচনা করেছেন, যেখানে বর্তমান জীবন অবস্থানের সমালোচনা এবং অসন্তুষ্টির প্রকাশ রয়েছে। ফুঁকো বলেন, "The main objective of these struggles is to attack not so much such and such an institution of power, or group, or elite, or class, but rather a technique, a form of power." (Foucault 1982: 212)। ব্যক্তি মানুষ গঠনে প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সম্পর্কে ফুঁকো গভীরভাবে সচেতন ছিলেন তথাপি তিনি ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিরাজমান সম্পর্ককে শুধুমাত্র বা একমাত্র নিপীড়ণ বা মনোভাব সংদমনের সম্পর্ক হিসেবে দেখা থেকে বিরত থেকেছেন: "In an analysis it is necessary to look at the way in which institutions operate and the way that they are constrained also by the demands and resistance of individuals within the organizations as well as individuals and groups outside it." (Sara Mills, 2004: 50)

৪. ফুঁকোর আলোচনায় ডিসকোর্স প্রত্যয়ের ব্যবহার

ফুঁকোর তাত্ত্বিক আলোচনায় বহুল ব্যবহৃত প্রত্যয়সমূহের মধ্যে ডিসকোর্স একটি, যা নানাভাবে পরস্পরবিরোধী ব্যাখ্যা প্রদান করে। ফুঁকো নিজেই তাঁর বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে এই স্ববিরোধীতা তৈরী করেছেন এবং একে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন যা আলোচিত হয়েছে তাঁর --The Archaeology of Knowledge (1972) and `The Order of Things (1981) নামক দুটি বিখ্যাত বই এ। ফুঁকো 'আর্কেওলজি অব নলেজ' গ্রন্থে ডিসকোর্সকে উল্লেখ করেছেন এভাবে: The general domain of all statements, sometimes as an individualized group of statements, and sometimes as a regulated practice that accounts for a number of statements." (Foucault 1972: 80).

ফুঁকো 'the general domain of all' এর মধ্য দিয়ে বুঝাতে চাইলেন যে, 'ডিসকোর্স কে ব্যবহার করা যেতে পারে বাচন সমূহের এবং উক্তিসমূহের সমষ্টি হিসেবে যা তৈরী করা হয়েছে, এবং যার নির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে, সেই সঙ্গে রয়েছে প্রভাবও। কখনো কখনো তিনি বলেছেন, 'individualizable groups of statement' এর কথা যেমন: বর্ণবাদ। পাশাপাশি উল্লেখ করেছেন, 'regulated practices that account for a number of statements' অর্থাৎ অলিখিত নিয়মসমূহ এবং কাঠামোসমূহ যা নির্দিষ্ট বাচন এবং বিবৃতি তৈরী করে। ডিসকোর্স হচ্ছে বিবৃতিসমূহের এমন এক নিয়ন্ত্রিত গুচ্ছ যা অগ্রকথনযোগ্য বা ভবিষ্যৎ বাচ্য উপায়ে অন্যান্য বিষয়সমূহের সাথে যুক্ত থাকে। ডিসকোর্স নিয়ন্ত্রিত হয় কতগুলো গুচ্ছবদ্ধ নিয়ম দ্বারা যা পরিচালিত করে কতগুলো সুনির্দিষ্ট বক্তব্য এবং উক্তির বন্টন এবং প্রদর্শণের প্রতি। কিছু বিবৃতি বা উক্তি প্রদক্ষিত হয় প্রশস্ত আকারে, আর বাকীরা সীমাবদ্ধভাবে। মার্ক্সিস্ট তাত্ত্বিকেরা 'ভাবাদর্শ' প্রত্যয়টিকে কতগুলো সুনির্দিষ্ট ধারণা এবং বিবৃতি বুঝাতে ব্যবহার করেন, যা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় এবং ব্যক্তির চিন্তায় প্রভাব বিস্তারের সম্পর্ক রাখে। কিন্তু ডিসকোর্সের গতিপথ ভাবাদর্শের গতিপথ থেকে অধিকতর জটিল। ডিসকোর্স ব্যক্তির উপর সুনির্দিষ্ট চিন্তাসমূহ আরোপ করার সরল কোনো বিষয় থেকে ভিন্নতর। ফুঁকো বলেন, "Discourse are not once and for all subservient to power or raised up against it, any more than silences are. We must make allowances for the complex and unstable process whereby discourse can be both an instrument and an effect of power, but also a hindrance, a stumbling block, a point of resistance and a starting point for an opposing strategy. Discourse transmits and produces power; it reinforces it, but also undermines it and exposes it, renders it fragile and makes it possible to thwart it" (Foucault 1978: 100-101)। মার্ক্সিস্ট ভাবাদর্শ সবসময়ই নেতিবাচক হিসেবে অনুমিত হয়েছে, যা কতগুলো ভ্রান্ত বিশ্বাসের সমষ্টি। অন্যদিকে ফুঁকো বলছেন, এটি একই সঙ্গে নিপীড়ন এবং প্রতিরোধের হাতিয়ার। ডিসকোর্স প্রত্যয় বিবেচনায় ভাষার সমার্থক নয় এবং বাস্তবতার সাথে ডিসকোর্সের খুব সামান্যই সম্পর্ক রয়েছে এমনটি ভাবাও উচিত নয়। ডিসকোর্স শুধুমাত্র বাস্তবতাকে ভাষাতেই প্রকাশ করে না; অধিকন্তু এটি একটি সিস্টেম, যেটি আমাদের বাস্তবতাকে বোঝার ক্ষেত্রকে কাঠামোবদ্ধ করে। ফুঁকো বলেন, "We must not imagine that the world turns towards us a legible face which we would only have to decipher; the world is not the accomplice of our knowledge; there is no prediscursive providence which disposes the world in our favoor." (Foucault 1981: 67)। উপরিউক্ত বক্তব্য আরো জোরালো হয়, যখন ফুঁকো বলেন: "We must conceive of discourse as a violence which we do to things, or

in any case or a practice which we impose on them; and it is in this practice that the events of discourse find the principle of their regularity" (Foucault, 1981: 67)। ফুঁকো বলেছেন, ডিসকোর্সকে এমনকিছু হিসেবে বিবেচনা করা উচিত যা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্ররোচিত করে। ফুঁকো প্রায়শই বলতেন কোনো কিছুই ডিসকোর্সের বাইরে নয়, সমস্ত কিছুই তৈরী হয়েছে ডিসকোর্সের মাধ্যমে। সমষ্টি হিসেবে পৃথিবী ডিসকোর্স এবং কাঠামোর মাধ্যমে আমাদের চিন্তার উপর জ্ঞান আরোপ করে। পৃথিবী সম্পর্কে চিন্তায় বিভিন্ন রীতির অর্ন্তভুক্ত করার মাধ্যমে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করি এবং একই সঙ্গে ঘটনাসমূহকেও পর্যবেক্ষণ করি; এটি আমরা সংগঠিত করি বিরাজমান কাঠামোসমূহের মধ্যে থেকে এবং ব্যাখ্যা করার চলমান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। আমরা এই কাঠামোকে চর্চার মাধ্যমে স্বত:স্বিদ্ধ হিসেবে বিবেচনা করি, যাতে করে একে প্রশ্নবিদ্ধ করা কঠিন হয়ে পড়ে। ফুঁকো তাঁর ডিসকোর্সের আলোচনায় গুরুত্ব দিয়েছেন চাপ এবং বিধিনিষেধের প্রতি, তিনি দেখিয়েছেন আমাদের বলার ক্ষেত্রে বাক্যগঠনের প্রক্রিয়ার নানা প্রকৃতির; আমাদের নানারকমের বাক্য ব্যবহারের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আশ্চর্যজনকভাবে এ ক্ষেত্রে আমাদের কাছে তার ব্যবহার খুবই সীমিত এবং সংকীর্ণ। তিনি একে ব্যাখ্যা করলেন এভাবে, "Delimitation of a field of objects, the definition of a legitimate perspective for the agent of knowledge and the fixing of norms for the elaboration of concepts and theories" (Foucault, in Bouchard 1977: 199)। ফুঁকো বলেছেন, ডিসকোর্সের প্রারম্ভে কিছু আনুষ্ঠানিকতা থাকে যেমন মানুষ যখন কথোপকথনের মধ্যে থাকে তখন সে কোনো সিরিয়াস কথা বলার পূর্বে কুশলাদি বিনিময়ের মাধ্যমে তার বক্তব্য শুরু করে কিন্তু এই প্রাত্যহিক বিষয়গুলি প্রায়শই আমরা খেয়াল করি না কিন্তু যখনই এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে তখন আমরা একে গুরুত্ব দিই। ডিসকোর্স সংক্রান্ত আলোচনায় ফুঁকোর আগ্রহ ছিলো এটি কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় সেটি দেখা। তিনি বলেন, "In every society the production of discourse is at once controlled, selected, organized and redistributed by a certain number of procedures whose role is to ward off its powers and dangers, to gain mastery over its chance events, to evade its procedures, formidable materiality" (Foucault, 1981: 52)। ফুঁকো বলেন, যে সকল কার্যপ্রণালী ডিসকোর্সকে চাপ দেয় এবং ডিসকোর্সকে ডিসকোর্স করে তোলে তার প্রথমটি হলো কার্যবিধির গুচ্ছ যাকে তিনি দেখিয়েছেন-তিনটি বাহ্যিক বর্জন দ্বারা গঠিত। এই তিনটি হলো: টাবু (taboo), পাগল এবং প্রকৃতস্থের সাথে অপ্রকৃতস্থের মধ্যকার পার্থক্য, এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যকার পার্থক্য। ডিসকোর্স তৈরীতে এই তিনটি বাহ্যিক বর্জন বা নিষিদ্ধ জিনিষের সাথে ফুঁকো আরও চারটি বর্জনের অন্ত:স্থ কার্যবিধির কথা জানান, যেগুলো হলো: বিররণী, রচয়িতা, শৃঙ্খলা এবং কথ্যবিশেষের মুখস্তকরণ। এই সকল কার্যপ্রণালীর বিবেচ্য বিষয়

ডিসকোর্সকে শ্রেণীভূক্ত করা, ভাগ করা এবং বিন্যস্ত করা; তাদের মূল কাজ কথা বলার অধিকার যারা পেয়েছে আর যারা পায়নি তাদের মধ্যে পার্থক্য করা; যে সকল ডিসকোর্স ক্ষমতাপ্রাপ্ত আর যে সকল ডিসকোর্স ক্ষমতাপ্রাপ্ত নয়, সেগুলোকে চিহ্নিত করা। এ প্রসংগে ফুঁকো বলেছেন: "There is in all societies, with great consistency, a kind of gradation among discourses: these which are sad in the ordinary course of days and exchanges, and which vanish as soon as they have been pronounced; and those which give rise to a certain number of new speech acts which take them up, transform them or speak of them, in short, those discourses which, over and above their formulation, are said indefinitely, remain said, and are to be said again." (Foucault 1981: 57). সুতরাং ডিসকোর্সের বিবেচনা করা উচিত বিবৃতি বা বাচনসমূহের একটি সামগ্রিক টার্ম বা প্রত্যয় হিসেবে, এমন এক নিয়ম হিসেবে, যার ভেতরে ঐ বাচনসমূহের জন্ম হয় এবং নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঐ সকল বাচনসমূহ সঞ্চালিত হয় অথবা বাদ পড়ে। ডিসকোর্সের তাত্বিক আলোচনায় ফুঁকো নিয়ে আসেন এপিসটেমি, আর্কাইভ এবং ডিসকার্সিভ ফরমেশন বা অনি:শেষ আলোচনা এবং বাচন বা বক্তব্য। ফুঁকো ডিসকার্সিভ ফরমেশন বা অনি:শেষ আলোচনার বিভিন্নভাগ পর্যালোচনা করেছেন এবং একই সময়ের বিভিন্ন ডিসকোর্সের মধ্যকার বিরাজমান সম্পর্ককে অধ্যয়ন করেছেন। কোনো কিছু সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখার এই চর্চাকে ফুঁকো বলছেন এপিসটেমি। তাঁর ভাষায়, "The episteme is not a sort of grand underlying theory, it is a space of dispersion, it is an open and doubtless indefinitely describable field of relationships" (Foucault, 1991: 55).

একটি সময়ের (period) জানা সকল বিষয়ের যোগফল ডিসকোর্স নয়, বরঞ্চ এটি হচ্ছে জ্ঞানসমূহের মধ্যকার সম্পর্কসমূহের একটি জটিল রূপ-যা একটি নির্দিষ্ট সময়ে বা অধ্যায়ে তৈরী হয়, এবং নিয়ম-যার মাধ্যমে নতুন জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তাহলে আমরা দেখতে পাই নির্দিষ্ট সময় বা পর্যায়কালের অভ্যন্তরে নানাবিধ সামঞ্জস্য বা সাদৃশ্য, ঠিক যেভাবে ধারণাগত (conceptual) এবং তত্ত্বগত (theoretical) পর্যায়ে বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্রিয়াশীল থাকে, বিভিন্ন ধরণের বিষয়বস্তুগত (subject matter) পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যেমনটি ফুঁকো তাঁর 'The Order of Things' (১৯৭৩) বইয়ে গবেষণা পদ্ধতি, তাত্ত্বিক কাঠামো, ধারণাকল্প নিয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানকে একই আলোচনায় টেনে এনে দেখিয়েছেন এবং সেখানে তিনি এগুলোর সাদৃশ্যও দেখিয়েছেন। এ প্রসংগে ফুঁকো বলেছেন, "What was common to the natural history, the economics and the grammar of the classical period was certainly not present to the consciousness of the scientists, or that part of it that was conscious was superficial, limited and almost fanciful, but unknown to themselves, the naturalist,

economists and grammarians, employed the same rules to define the objects proper to their own study, to form their concept, to build their theories (Foucault, 1973: xi)। ফুঁকোর যুক্তিতে এক এপিসটেমি থেকে অন্য এপিসটেমিতে গন্তব্যে বাচনের অবসান বা ছেদ ঘটে যা আকস্মিক, যদিও তাকে বৈশিষ্টমন্ডিত করা হয় পূর্বতন সময়ের বা ধারার বিবর্তন বা প্রতিক্রিয়া হিসেবে। ফুঁকো জানতে চান, "How can it be that there are at certain moments and in certain orders of knowledge these sudden take offs, these hastenings of evaluation, these transformations which do not correspond to the calm and continuist image that is ordinarily accepted?" (Foucault 1979: 31)। ফুঁকোর প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনায় মহাফেজখানা গুরুত্ব পেয়েছে এবং বলা হয়েছে: The set of rules which at a given period and for a given society define ....the limits and forms of the sayable"(Foucault, 1991: 59)। আর্কাইভ বা মহাফেজখানা প্রত্যয়টিকে ফুঁকো ব্যবহার করেছেন অলিখিত নিয়ম বুঝাতে, যা কতগুলো নির্দিষ্ট বিবৃতি বা বাচন তৈরী করে এবং যার যোগফল হিসেবে যে কোনো একটি সময়ে অনি:শেষ আলোচনা চলতে থাকে। আর ডিসকার্সিভ ফরমেশন (discursive formation) বা অনি:শেষ আলোচনা বলতে বুঝিয়েছেন নির্দিষ্ট কতগুলো বিবৃতি বা অনুষঙ্গকে যার সাথে সম্পর্ক রয়েছে প্রতিষ্ঠান এবং ক্ষমতার, এবং তা প্রভাব বিস্তার করে ব্যক্তি ও তার চিন্তার উপর। এটি কতগুলো বিবৃতি বা বক্তব্যের সমষ্টি যা একই বিষয়ে অনুসন্ধান চালায় এবং একই রকমের প্রভাব তৈরী করে। স্টেটমেন্ট (statement) বা বিবৃতিকে অধিকার বা ক্ষমতার বলে প্রাপ্ত উক্তি বা কর্ম হিসেবে দেখা যেতে পারে, আর সেটি হয় বাচনের মাধ্যমে। বিবৃতি মানেই শুধু কোনো ভাষাগত বাক্য নয়, সেটি হতে পারে কোনো মানচিত্র বা ছবি। প্রত্যেকেই এই স্টেটমেন্ট বা বিবৃতির অধিকারী হয় না এবং অন্যেরটা সহজভাবে গ্রহণ করে না। কিন্তু স্টেটমেন্ট বা বিবৃতি অন্যটির থেকে অধিক ক্ষমতা বা কর্তৃত্বসম্পন্ন হয়ে থাকে। এটি নির্ভর করে ক্ষমতার সাথে বা প্রতিষ্ঠানের সাথে তার সম্পর্কের উপর। ফুঁকো যেটিকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন, সেটি হলো: "The law of existence of statements, that which rendered them possible,,.the conditions of their singular emergence" (Foucault, 1991: 59)। ফুঁকো ডিসকোর্সকে দেখেছেন নৈর্ব্যক্তিক ব্যবস্থা হিসেবে, যা ব্যক্তিকে অতিক্রম করে যায়। ডিসকোর্স নিয়ন্তা হয়ে দাড়ায় এই সম্বন্ধে যে কোনো বক্তব্যটি বলা সম্ভবপর, পাশাপাশি এর শর্তসমুহের অধীনে নিরুপিত হয় কোন বক্তব্য সত্য ও সঠিক হিসেবে পরিগণিত হবে।

৫. জ্ঞান সম্পর্কে ফুঁকোর আলোচনা

মিশেল ফুঁকো তাঁর অনেক লেখাতেই ক্ষমতা ও জ্ঞান এবং ক্ষমতা ও সত্যের মধ্যকার অন্যান্য সংযুক্ততা প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি এমন এক প্রক্রিয়ার কথা বলেছেন

যেখানে জ্ঞানের উত্থান বা উৎপত্তি পান্ডিত্যপূর্ণ অনুসন্ধানের মাধ্যমে সরল উপায়ে সংগঠিত হয না, বরঞ্চ সমাজের বিভিন্ন চর্চা এবং প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার মাধ্যমে তা তৈরী হয় এবং অব্যাহত থাকে। তিনি তাঁর কাজের মাধ্যমে নানা লেখায় আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র, যেখানে কতিপয় গোষ্ঠী তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে সর্বদাই ক্রিয়াশীল। ফুঁকো আলোচনা করেছেন আমরা কোনো কিছু কিভাবে জানি, এবং কোন প্রক্রিয়ায় আমাদের এই জানা কোনো কিছু প্রকৃত ঘটনা হয়ে ওঠে। ফুঁকোর আগ্রহ ছিল এটি দেখা যে সমসময়ের অন্যান্যগুলোকে বাদ দিয়ে কিভাবে নির্দিষ্ট কিছু ডিসকোর্সের জন্ম হয়। ঠিক একইভাবে জ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই বাদপড়া বা বর্জনের জায়গাটিকে অনুসন্ধান করেছেন। তিনি তাঁর Power and Knowledge (১৯৮০) এ বলেছেন, নির্দিষ্ট কোনো ডিসকোর্সকে প্রকৃত বা সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে অন্যান্যগুলোর বা বাদবাকিদের সমভাবে গ্রহণযোগ্য বক্তব্যকে সন্দেহজনক করে তুলতে হবে এবং তাকে অস্বীকার করতে হবে। ফুঁকো মূলত আগ্রহী হয়েছেন বিমূর্ত প্রাতিষ্ঠানিক এই প্রক্রিয়াকে বুঝতে যা কোনকিছুকে প্রকৃত বা সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। জ্ঞান বিশেষত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জ্ঞান সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এই যে, এটি তৈরী হয় ক্রমান্বয়ে অন্যদের থেকে আলাদা করা যায় এমন প্রতিভাবান ব্যক্তিদের দ্বারা যেমন: আইনস্টাইন। তারা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হয়েছেন এমন ব্যতিক্রম মানুষ হিসেবে যারা তাদের সময়ে প্রচলিত ধারণার সীমা অতিক্রম করেছিলেন। পাশাপাশি সম্পুর্ণ নতুন ধারণার এবং তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির গোড়াপত্তন করেছিলেন। ঠিক একইভাবে যেমন হেগেল দার্শনিক চিন্তাকে তার সময় থেকে ভিন্ন আঙ্গিকে ভাঙলেন এবং গড়লেন। তেমনিভাবে ফুঁকো তার আলোচনাক্ষেত্রে অন্যান্যদের থেকে আলাদা হয়ে যান। 'জ্ঞান' আলোচনার মাধ্যমে ঠিক যেমনটি হান্টার বলছিলেন: 'Foucault's reformation of the concept of discourse derives from his attempts to provide histories of knowledge of what men and women have thought. Foucault's histories are not histories of ideas, opinions or influences nor are they histories of the way in which economic, political, and social contexts have shaped ideas or opinions. Rather they are reconstructions of the material conditions of thought or knowledges. They represent at attempt to produce what Foucault calls an archaeology of the material conditions of thought/knowledge, conditions which are not reducible to the idea of `consciousness 'on the idea of mind .(Hunter, cited in Kendall and Wickham 1999:35): কোনো নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কোন বিষয়টি আমরা জানতে পারছি তা দেখার চেয়ে ফুঁকোর আগ্রহে অনেক বেশী ছিল 'দি ম্যাটেরিয়াল কন্ডিশনস অব থট ' অর্থাৎ ঐ প্রক্রিয়াটিকে জানা যে প্রক্রিয়ায় কতিপয় বিষয়কে আমাদের কাছে পরিচিত করে তোলা হয় এবং অন্য বিষয়কে আড়াল করা হয়। এর মাধ্যমে পরিচিতটিকেই আমাদের কাছে সত্যতায় পর্যবসিত করা

হয়। ফুঁকো পশিচমা তাত্বিকদের লেখা জ্ঞানোর ইতিহাস পাঠ করার চেয়ে এবং তাকে মেনে নেয়ার চেয়ে যে সিদ্ধান্তটি নিলেন "Determine in its diverse dimensions, what the mode of existence of discourse (their rules of formation, with their conditions, their dependencies, their transformations) must have been Europe since the 17th century, in order that the knowledge which is ours today could come texist, and more particularly, that knowledge which has taken as its domain this curious object which is man" (Foucault 1991:70). যেহেতু তিনি জ্ঞানের গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনায় উদ্যোগী ছিলেন যে প্রক্রিয়ায় জ্ঞান অস্তিত্বলাভ করে বা উৎপাদিত হয়। আর তা করতে গিযে বললেন এপিসটেমের পরিবর্তন হয়, পুরোনো এপিসটেমের নতুন এপিসটেমের আবির্ভাব ঘটে ঠিক যেমনভাবে উনবিংশ শতাব্দীতে ল্যাবরেটরীতে রাসায়নিক গবেষণার পরিবর্তে মানব বিজ্ঞানের সূত্রপাত হয় মানুষ নিয়ে অনুসন্ধান যেমনটি হয় মনোবিজ্ঞানের মাধ্যমে। "Classical thought and all the forms of thought that preceded it, were able to speak of the mind and the body, of the human being, of how restricted a place [s/] he occupies in the universe,, of all the limitations by which [her/] his freedom must be measured, but not one of them was able to know man as [s/] he is posited in modern knowledge, Renaissance 'humanism' and classical 'rationalism' were indeed able to allot human beings a privileged position in the order of the world, but they were not able to conceive of man (Foucault 1970:318). তাই ফুঁকো সমাজবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের মতো বিষয়ের স্বপ্রকৃতি জানতে চান এবং একই সকল বিষয়ের আগমনের পূর্বে মানুষ কিভাবে ভাবত মানবসত্ত্বা বা মানবজাতি সম্পর্কে। তিনি বিশ্লেষণ করতে চান কিভাবে মানুষ অবজেক্ট এ পরিণত হয়। পাওয়ার/প্রিভিলিজ গ্রন্থে জ্ঞানকে ব্যাখ্যা করেছেন ক্ষমতা সম্পর্কসমূহের সংযোজক হিসেবে। 'প্রিরিয়ণ টক' নামক রচনায় ফুঁকো বলেন, "It is not possible for power to be exercised without knowledge, it is impossible for knowledge not to engender power" (Foucault 1980:52).

যেখানেই বিরাজমান গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানসমূহে ক্ষমতার সম্পর্কে ভারসাম্যহীনতা রয়েছে সেখাকেন উৎপাদন ঘটবে। পশ্চিমা দেশসমূহে ঠিক যেমনটি ফুঁকো বলেছিলেণ নারী এবং পুরুষের মধ্যে ক্ষমতার সম্পর্কে প্রাতিষ্ঠানিক ভারসাম্যহীনতা থাকায় সেখানে নারীদেরও সম্পর্কে তথ্য উৎপাদিত হচ্ছে। আর তাই লাইব্রেরী বা ছাপাখানায় পুরুষের তুলনায় নারীকে নিয়ে অনেক বেশী বই; অনেক বেশী লেখা ও অনেক বেশী আগ্রহ। ঠিক একইভাবে প্রযোজ্য নিম্নআয়ের মানুষদের বেলায় মধ্যবিত্তের ব্যাপারে নয়, কালো মানুষের বেলায় সাদা মানুষের নয়, সমকামিতার ব্যাপারে তাই অন্য স্বাভাবিক যৌনক্রিয়ার চেয়ে।

ফুঁকো জ্ঞানকে দেখছেন বিমূর্ত শক্তি হিসেবে যা নির্ধারণ করে দেয় আমরা কী জানব, একজন পন্ডিত আমাদের কী জানাবেন তার চেয়েও। তিনি বলেন, "The subject who knows, the objects to be known and the modalities of knowledge must be regarded as so many effects of [the] fundamental implications of power knowledge and their historical transformation. In short it is not the activity of the knowledge, the processes and struggles that traverse it, and of which it is made up that determines the forms and possible domains of knowledge. (Fouult 1991-27-28).

Critical theory/intellecetual theory' নামক সাক্ষাৎকারে এবং দি হিস্ট্রি অব সেক্সুয়ালিটি' গ্রন্থে ফুঁকো বলেন ১৯৬০ এর দিকে পশ্চিম এ এই মত গড়ে উঠতে শুরু করে যে নিজের সম্পর্কে সত্য জানতে হবে । যখন আমি ভাবব যে আমি নিজের সম্পর্কে সত্য আবিষ্কার করেছি পাশাপাশি এটিও বুঝতে হবে যে আমার উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করছি সেখানে ব্যক্তি নিজেই সাবজেক্ট । ফুঁকো বলেছেন,'If I tell the truth about myself...it is in part that I am constituted as a subject across a number of power relations which are exerted over me and which I exert over others' (Foucault 1988:39). ফুকোর ক্ষমতা উল্লেখ করতে হলে তিনটি বিষয়ের অবতারণা করতেই হয় ১. সার্বভৌমত্ব বা সভারেনটি ২.অনুশাসন বা ডিসিপ্লিন ৩.প্রশাসনিকতা বা গভর্নমেন্টালিটি। আধুনিক রাষ্ট্রের অপরিহার্য বৈশিষ্ট সার্বভৌমত্ব। এই সার্বভৌম ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র স্বীকৃতি আদায় করে এবং এই স্বীকৃতি ততদিন পর্যন্ত বজায় থাকে যতদিন পর্যন্ত তার সার্বভৌম ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখতে পারে। রাষ্ট্র যেহেতু একটি প্রতিষ্ঠান এবং ফুঁকো তার 'ক্ষমতা' আলোচনায় প্রতিষ্ঠানের মেকানিজমকে গুরুত্ব দিয়েছেন ক্ষমতা সঞ্চালনের প্রক্রিয়ায় সুতরাং রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা বা এর চরিত্রটি নিরুপন করা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়। একটি সময় ছিল যখন রাষ্ট্র এবং রাজাকে পৃথক করা যেত না; রাজার আদেশ ঈশ্বরের আদেশ, রাজা ঈশ্বরের প্রতিভূ ছিলেন। তখনও এই ক্ষমতার প্রয়োগ হত যার জন্য সেনা থাকত, নিয়ম থাকত, আইনও থাকত এবং সর্বোপরি শাস্তি । বর্তমানের রাষ্ট্রের আইনের ছকে মানুষ বাধা, কাঠামোই বলে দেয় শাস্তি কিরূপ হবে যেমন পশ্চিমা দন্ডবিধি আর বাংলাদেশের দন্ডবিধি এক নয়। যদিও এই প্রক্রিয়া ব্যক্তির সম্পর্কের জ্ঞান উৎপাদনের মাধ্যমে নিজেকে সাবজেক্ট হিসেবে গঠন করে ব্যক্তি ডিসকোর্সও সাবজেক্ট হয়েই থাকছে ।

৭. ক্ষমতা, ডিসকোর্স এবং জ্ঞানের আন্তঃসম্পর্ক: ফুঁকোর বিশ্লেষণ

ফুকো বলেছিলেন, তার গ্রন্থগুলো হবে মলেটিভ ককটেলের মতো। তা ফাটবে, স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দিয়ে শেষ হয়ে যাবে : থেকে যাবে তার সূচিত আগুন: তা কিছু আলোকিত করবে, কিছু পোড়াবে, নতুন আলোকায়নের সম্ভাবনা জিইয়ে রাখবে (সম্পাদিত, ২০০৭, পৃ: ১০৪)। ফুঁকো এই কাজটি করেছেন তার ক্ষমতা, ডিসকোর্স ও জ্ঞানের আলোচনার

মাধ্যমে। ফুঁকো ক্ষমতা ও জ্ঞানকে সমার্থক করেছেন এই তিনটি প্রত্যয়ের জোরালো সম্পর্ক স্থাপন করেছেন এবং মানব কিভাবে শৃঙ্খলিত হয়। ফুঁকো তার ক্ষমতা সম্পর্কিত আলোচনায় তার জীবদ্দশায় নানাভাবেই স্ববিরোধী করে তুলছেন। ব্যক্তি ক্ষমতা প্রয়োগের লক্ষ্য নয় বাহন আবার পরেই বলেছেন ব্যক্তিই ক্ষমতা প্রয়োগের মূল ও একমাত্র উদ্দেশ্য। ফুঁকো নিজেকে কাঠামোবাদী পরিচয় দিতে চাননি তথাপিও তার সম্পর্কে আলোচনা ও কাঠামোতে গিয়েই আবদ্ধ হয়। অর্থাৎ রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটায় যা মানব তার মনের অভ্যন্তরেও গড়ে দেওয়া জ্ঞানের ভিত্তিতে তাকে বৈধতা দেয়। এর ব্যতিক্রম ও আছে যেহেতু ফুঁকো বলছে সবকিছুই ক্ষমতার সম্পর্ক: যেখানে প্রতিরোধ নেই বুঝতে হবে সেখানে ক্ষমতার সম্পর্কও নেই আর তাই দেখতে পাই রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তের বাইরেও কিছু মানব বেরিয়ে আসে যেহেতু ক্ষমতা সর্বত্র। আইনবিরোধী আন্দোলন; এমনকি রাষ্ট্রের ব্যবচ্ছেদ ঘটে। বর্তমান সময়ের ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মাওবাদী আন্দোলন তুমুল আলোচিত। সেখানে রাষ্ট্র তার এই উল্লেখিত ক্ষমতা প্রয়োগে ব্যস্ত। তবে ফুঁকোর ক্ষমতা সম্পর্কিত আলোচনা অনেক নীরস হয়ে যায় তখন যখন ফুঁকো প্রশ্নেই নিরুত্তর থাকেন। ফুঁকো বিপ্লব সম্ভব বলে মনে করতেন না যেহেতু তিনি বলেছেন ক্ষমতা সর্বত্র এটি বিমূর্ত। ইচ্ছে করলেই মার্ক্সবাদী ধারণার মতো ক্ষমতা দখল বা ত্যাগ করা যায়না। আর ফুঁকোর ক্ষমতা মার্ক্সবাদের মতো অর্থনীতিকে কেন্দ্র করেনা ; ফুঁকোর ক্ষমতা আলোচিত হয ভিন্ন আঙ্গিকে, সর্ম্পকের সাথে সর্ম্পক জাল বিস্তারের মাধ্যমে। আর এটি শুধুমাত্র সভারেনটিতেই সীমাবদ্ধ নয়, দ্বিতীয়ত রয়েছে অনুশাসন বা ডিসিপ্লিন। সভারেনটির বা সার্বভৌমত্বের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে যখন ফুঁকো নিজেই বলেন: ক্ষমতার চিহ্ন একে দেয়ার স্থান হলো 'মন'[...] ধারণা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে (ব্যক্তির)দেহের নিয়ন্ত্রণ' কৌশল: ফুঁকোর বিশ্লেষণ দেখার আলোকপর্বে শাস্তির মানবিক পোশাকের আড়ালে রয়েছে আরো ভালোভাবে শাস্তি প্রদান, সমাজদেহের আরো গভীরে ক্ষমতা পূতে দিয়ে আইন ও শাস্তিকে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। (হোসেন, ২০০৭, পৃ:৯৭)

আর্জেন্টাইন সাহিত্যিক হোর্হে লুইস বোর্হেসের একটি গল্প ফঁকো পাঠ করেন তার 'দি অর্ডার অব থিংস' রচনায়। সেখানে চীনা এনসাইক্লোপেডিয়ার বরাত দিয়ে জীবজন্তুরও অদ্ভূত, দ্ব্যর্থক শ্রেণীবিভাজন বলা হয়েছে: ক. সম্রাটের মালিকাধীন, খ. সুগন্ধিময়, গ. পোষমানা, ঘ. চোষা শূকর, ঙ. সুকণ্ঠী চ. বিশালাকার, ছ. ভবঘুড়ে কুকুর জ. বর্তমান শ্রেণীবিভাজনে অন্তর্ভুক্ত, ঝ. পাগলা ধরনের, ঞ. অগুনতি, ট. চমৎকার উট-লোম ব্রাশ দিয়ে আকা জন্তু, ঠ. ইত্যাদি ড. কলসি ভেঙ্গেছে যেগুলো ঢ. দূর থেকে দেখতে পতঙ্গের মতো মনে হয় যেসব জন্তু। ফুঁকো বুবাতে চাইলেন শ্রেণীবিভাজন বিভিন্ন মানদন্ডে বিভিন্ন রকম হতে পারে। কোনোটিই চূড়ান্ত নয়। কিন্তু দেখলেন নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান নিজের মতো শ্রেণীকরণ করতে চায় তার জন্য প্রয়োজন হয়ে দাড়ায় জ্ঞানগত ভিত্তি, চিন্তাধারার সীমানা ও শৃঙ্খল নির্ধারণ, অভিজ্ঞতার বিন্যাস আরোপক মূল সাংস্কৃতিক সংকেতসমূহ নির্ধারণ। এখানেই ক্রিয়া করে ডিসিপ্লিন বা অনুশাসন। ফুঁকোর প্রান-অপটিসিজম তত্ত্ব এখানে খুবই

প্রাসঙ্গিক। মানুষ অনুশাসনের মাধ্যমে শৃঙ্খলিত করতে নজরদারি বজায় রাখতে গড়ে ওঠে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, সামরিক বাহিনী, অ্যাকাডেমিক ডিসিপ্লিন, ধর্মপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতি। রাষ্ট্র বা ব্যবস্থা এই সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের জ্ঞান আরোপ করে, চিন্তা করতে শেখায়, নিয়ম বুঝায় এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবন ছকে আবদ্ধ করে; মানব হয় অদৃশ্য শৃঙ্খলিত দৃশ্যত কতগুলো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আর ব্যবস্থা এই প্রতিষ্ঠান তৈরী করে নিজের প্রয়োজনে। আর ফুঁকো এর মধ্যে দেখছেন মানুষের স্বাধীনতাহীনতা যেখানে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন মানুষের অনি:শেষ চাহিদার অনি:শেষ প্রাপ্তিতে স্বাধীনতাকে ব্যাখ্যা করেন। ফুঁকো ক্ষমতার তৃতীয় মাত্রাকে বলছেন গভর্নমেন্টালিটি; ফুঁকো নিজের তৈরী করা শব্দ যা বাংলায় বহু জায়গায় স্থান পেয়েছে প্রশাসনকেন্দ্রিকতা হিসেবে। এখানে বাকি দুটি তীরধার থেকে ব্যতিক্রম; এখানে ক্ষমতার প্রয়োগ জনগোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য। যেমন রাষ্ট্রব্যবস্থায় পিছিয়ে পরে বা অনগ্রসর বা সুবিধাবঞ্চিতদের কল্যাণের জন্য এই ক্ষমতার প্রয়োগ হবে। যেমন কৃষকদের উৎসাহ দিতে বা বাচিয়ে রাখতে কৃষি ভর্তুকি দেয়া হয়, চাকরিতে বিভিন্ন কোঠার প্রয়োগ করা হয; নারীদেরকে নানাভাবে উঠিয়ে আনার চেষ্টা করা হয় আবার ভারতে একইভাবে মাওবাদীদের উন্নয়নের জন্য গুরুত্ব দিতে বলা হচ্ছে অর্থাৎ সভারেনটি ক্ষমতার পরিবর্তে গভর্নমেন্টালিটির ক্ষমতার প্রয়োগ গুরূত্ব দিতে বলা হচ্ছে এবং এটি চলছেও। আবার কোথাও কোথাও প্রথমটি অধিক ব্যবহৃত হচ্ছে যেমন: সন্ত্রাসবাদ দমনের ক্ষেত্রে । ফুঁকো দেখতে পাচ্ছেন জ্ঞান/ক্ষমতা, ডিসকোর্স পাশাপাশি হাত ধরেও চলছে একে অন্যের সাহায্যও নিচ্ছে। ফুঁকো জ্ঞান এবং ক্ষমতাকে সমার্থকই করেছেন ঠিক যেমনভাবে বলছেন সত্য হচ্ছে একধরনের ক্ষমতা। ফুঁকো দেখাচ্ছেন কিভাবে ডিসকোর্সের জন্ম হয়, তহার থেকে জ্ঞান, জ্ঞান থেকে তৈরী হয় সত্য। ফুঁকো বলছেন মানুষকে শৃঙ্খলিত করতে ডিসকোর্সকে নির্দিষ্ট করে প্রতিষ্ঠিত হতে দেয়না। প্রতিষ্ঠিত ডিসকোর্সের মাধ্যমে সে জ্ঞান আমরা পরে তাকে একসময় সত্য পরিগণিত করি এবং বর্জিত ডিসকোর্সগুলো আমাদের কাছে সনেদহজনক এবং মিথ্যাও বটে। কিন্তু ফুঁকো দেখাচ্ছেন কিভাবে ঈশ্বরকেন্দ্রিক ভাবনা ভেঙ্গে মানবজ্ঞানের সূত্রপাত; এবং সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা; কিভাবে সময়ের পরিক্রমায় এপিসটেমের পতনের মধ্যে দিয়ে নতুন জ্ঞানের শুরু হয। যেমন আধুনিক যৌনবিজ্ঞানের মাধ্যমে যৌনতা নিয়ন্ত্রণ, পাগলামি নিয়ন্ত্রণ, জেলখানার মানসিক উৎকর্ষ বর্ধনের কাজ ও শাস্তি প্রদানের ধরণ। আর এই সমস্ত কিছুর অণুঘটক ক্ষমতা যা একটি ব্যবস্থার মাধ্যমে সংগঠিত হয় যেখানে প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাই ফুঁকোর আলোচ্য এবং তাই অতি অবশ্যই স্টেট।

৮. উপসংহার

বিদ্যুৎ সমাজে ফুঁকোকে খাটো করতে গিয়ে বারবার মার্কসকেও খাটো করা হয়েছে এমনকি ফুঁকো নিজেও মার্কসের প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন। মার্কস যেখানে বিপ্লবকে সম্ভবজ্ঞান করে এবং তার রূপ আঁকেন সংগঠিতভাবে সেখানে ফুঁকো অনেক

বেশী অরাজনৈতিক হয়ে ওঠেন; এবং বিপ্লব সম্ভব নয় বলে মনে করেন। কারণ মার্কস যেখানে ক্ষমতা কে দখল বা ত্যাগ করা যায় মনে করছেন ফুঁকো তা করছেন না। ফুঁকোর ক্ষমতা বিমূর্ত, এটি সভারেনটি, ডিসিপ্লিন এবং গভর্নমেন্টালিটি এই তিন ধাপে ক্রিয়াশীল। সাথে ঢাল তলোয়ার হিসেবে রয়েছে ডিসকোর্স ও জ্ঞান। ফুঁকো সমস্ত কিছুকেই ডিসকোর্সের আওতাধীন করেছে আর যে প্রক্রিয়ায় দেখিয়েছেন জ্ঞানের মাধ্যমে তার স্বাধীনতাহীনতার তাই প্রশ্ন ওঠে ফুঁকো কি নৈরাজ্যবাদী? আবার ফুঁকো কি বুর্জোয়াদের পক্ষে? ফুঁকো কি কাঠামোবাদী? ফুঁকো কোনটিই স্বীকার করেননি। ফুঁকো অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন প্রক্রিয়া। তিনি বারবার তার আলোচনায় প্রক্রিয়া টেনেছেন। কিন্তু ফুঁকো তার প্রক্রিয়ায় আলোচনার মাধ্যমে কিন্তু বারবার মার্কসকেই মনে করিয়ে দিচ্ছেন। মূলত দুজনের ক্ষমতার ব্যাখ্যা ভিন্ন হয়ে যাওয়ার কারণেই আর তাদের ব্যাখ্যা এক জায়গায় এসে মিলতে পারেনি তাই প্রতিরোধের ব্যাখ্যাটিও মিলবে না সেটিও স্বাভাবিক। কিন্তু ফুঁকো বলছেন ক্ষমতা সর্বত্র এবং এর স্থানীয় রূপ আছে এবং এটি বিমূর্ত। আর তাই ব্যক্তিকেই পরিবর্তন আনতে হবে, যেমন: বদলে যাও বদলে দাও। কিন্তু ফুঁকোর ক্ষমতা তত্ত্ব কি পারে ভারতের ক্রমর্ধমান মাওবাদী আন্দোলনের সম্পূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গ কোনো ব্যাখ্যা দিতে? বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া সন্ত্রাসবাদের কোনো পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করতে। আর তাই ফুঁকোর আলোচনায় মার্ক্স ঠিক যেমনভাবে মার্কসের আলোচনায় ফুকোও আসেন। দুজনের ব্যাখ্যা ভিন্ন কিন্তু অবজেকটস খুব বেশী ভিন্ন নয়। এই দুইজনকে চমৎকারভাবে ধারণ করেন এডওয়ার্ড সাঈদ। যেটি ফুঁকোই চেয়েছিলেন তার আলোচনা আরও নতুনের জন্ম দিবে। ফুঁকো প্রথাবিরোধী হলেও সমাদৃত হয়েছেন তাঁর জীবদ্দশাতেই। হুমায়ুন আজাদের মতো তাঁকে বলতে শোনা যায়নি, "আমি জন্ম নিয়েছিলাম অন্যদের সময়ে ।"

গ্রন্থপঞ্জি:

পারভেজ হোসেন সম্পাদিত (২০০৭), মিশেল ফুকো: পাঠ ও বিবেচনা, ঢাকা: সংবাদ প্রকাশনা

বেনজিম খান সম্পাদিত (২০০৫), এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাইদ: আবিশ্ব বিবেকের কণ্ঠসর, ঢাকা: সংবাদ প্রকাশনা।

Foucault, Michel (1972), The Archaeology of Knowledge, New York: Hoper Colophen.

Foucault, Michel (1973), Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason, New York: Vintage Books.

Foucault, Michel (1973), The Order of Things: An Archaeology of Human Science, New York: Vintage, Random House.

Foucault, Michel (1978), The History of Sexuality: An Introduction, Volume 1 London: Penguine Books.

Foucault, Michel (1980), Power and Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977. Colin Gordon (ed.), New York: Pantheon Books.

Foucault, Michel (1981), 'The Order of Discourse' in Robert Young (ed.) Untying the Text: A Post-Structuralist Reader, London: Routledge & Kegan Paul Ltd.

Foucault, Michel (1988), Technologies of The Self, The University of Massachusetts Press.

Foucault, Michel (1991), Discipline and Punish: The Birth of the Prison, England: Penguin Books.

Gramsci, Antonio (1971), The Prison Note Books, London: Lawrence & Wishart

Mills, Sara (2004), Michel Foucault, London: Rutledge